গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-২, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১১২.১৬.০২৬.১১(খন্ড-১)- ২৬৩

৩০ চৈত্র ১৪২৩
১৩ এপ্রিল ২০১৭

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা ০৩.০৭৪.০৩৯.১৬.০০.০০৪.২০১৭-১৫৩(৯), তারিখ: ১৫ মার্চ, ২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১০ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় সমন্বয় সভায় গৃহীত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত 'ছকে' নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: যথাবর্ণনা।

১৩.৪.১৭

(মোঃ জাহেদুল হাসান)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
ফোন: ৯৫৪৬১৫৪
e-mail: ds_admin2@moca.gov.bd

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ বেগম ওয়াহিদা মুসাররত অনীতা, পরিচালক-৭)।

সদয় অবগতিকল্পে অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় ১০ জুলাই ২০১৭ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক ও বিষয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/অনুশাসন	অগ্রগতি প্রতিবেদন
২. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন	২.১. দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পরনির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হতে সকলে সচেষ্ট থাকতে হবে।	একটি জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি হলো তার সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে পরনির্ভরশীল থেকে বের হয়ে আসা। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক পরনির্ভরশীলতা দূর করে আত্মনির্ভরশীল ও সংস্কৃতি মনস্ক মেধাবী জাতি গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠা	৩.১. বঙ্গবন্ধু দেশ ও মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যেও সে আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে।	বঙ্গবন্ধু দেশ ও মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করে আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং তাঁর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন	৫.১. প্রকৃত পয়োজনে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে; ৫.২. প্রকল্প গ্রহণে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে; ৫.৩. প্রত্যেক প্রকল্পে পৃথক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় অবস্থান করতে হবে; ৫.৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা, পরিবীক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে; ৫.৫. প্রকল্পের অর্থ যেন আত্মসাত না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে এনবিআর ও দুদুক খোঁজ-খবর রাখবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৭টি দপ্তর/সংস্থা কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় সকল দপ্তর/সংস্থার প্রকৃত চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহণে দ্বৈততা পরিহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক প্রকল্পে পৃথক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় অবস্থান করছেন এবং নিয়মিত প্রকল্প মনিটরিং করছেন। প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং কর্মকর্তাবৃন্দ পরিদর্শন করছেন। আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।
৬. এসডিজি অর্জনে সকলকে সম্পৃক্তকরণ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ক্রমিক ও বিষয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/অনুশাসন	অগ্রগতি প্রতিবেদন
৭. সকল সরকারি ক্রয় ই-টেন্ডারিং এর আওতায় আনয়ন	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে	১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার টেন্ডারিং কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পাদন করার জন্য ই-জিপিতে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য গত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২. গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখের ইনোভেশন টিমের সভায় সকল দপ্তর/সংস্থাকে ডিসেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে টেন্ডার কার্যক্রম e-tender প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ৩. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, কপিরাইট অফিস এবং আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ সভায় অবহিত করেন যে, e-tender কার্যক্রম শুরু করার জন্য তারা CPTU এর সাথে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রেশন কার্যকক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক কাগজপত্র জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে CPTU কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও কপিরাইট অফিসের, দুইজন কর্মকর্তাকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৮. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষতা ও পরিবীক্ষণ বৃদ্ধিকরণ	১০ বৎসর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	১০ বৎসর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।